মিথ্যা তথ্য দিয়ে মামলা করে নিজেই মামলা খেলেন নাজমুল হুদা

মিথ্যা তথ্য দিয়ে সাবেক প্রধান বিচারপতি এসকে সিনহার বিরুদ্ধে মামলা করার অভিযোগে সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বুধবার সকালে দুদকের ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়-১ এ মামলাটি করেন দুদকের পরিচালক সৈয়দ ইকবাল হোসেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০১৮ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা বাদী হয়ে শাহবাগ থানায় এসকে সিনহার বিরুদ্ধে একটি মামলা করেন।

মামলার অভিযোগে তিনি বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে তার বিরুদ্ধে হওয়া একটি মামলা উচ্চ আদালতে ডিসমিস করার পরও প্ররোচিত হয়ে মামলাটির রায় পরিবর্তন করা হয়। মামলাটি ডিসমিস করতে দুই কোটি টাকা ও অন্য একটি ব্যাংক গ্যারান্টির আড়াই কোটি টাকার অর্ধেক ১ কোটি ২৫ লাখ টাকা উৎকোচ চান এসকে সিনহা।

পরে এই মামলাটি তদন্তের জন্য দুদকে যায়। দেড় বছরের তদন্তে সিনহার বিরুদ্ধে নাজমুল হুদার মামলাটি মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে দুদকে। আর মিথ্যা তথ্য দিয়ে মামলা করায় নাজমুল হুদার বিরুদ্ধেই মামলা করে দুদক।

নাজমুল হুদার বিরুদ্ধে মামলার বিষয়ে দুদকের সচিব মোহাম্মদ দিলোয়ার বখত বলেন, নাজমুল হুদা যে মামলাটি করেছেন, সেটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দুদকের অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে। দুদক আইনের ২৮ এর ২ ধারায় বলা হয়েছে, কেউ যদি মিথ্যা তথ্য দিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন আর সেটি যদি তদন্তে বেরিয়ে আসে, তাহলে অভিযোগ দায়েরকারীর বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে।

এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। যেহেতু অভিযোগটি প্রমাণিত হয়নি, তাই তার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। মামলায় নাজমুল হুদা গ্রেফতার হতে পারেন কি না জানতে চাইলে সচিব বলেন, আইন অনুযায়ী যদি আদালত থেকে ওয়ারেন্ট পাওয়া যায়, তাহলে তিনি গ্রেফতার হবেন।

এর আগে চলতি বছরের ৯ জানুয়ারি অর্থ পাচারের অভিযোগ এনে দুর্নীতি

দমন কমিশন (দুদক) ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার স্ত্রী অ্যাডভোকেট সিগমা হুদা এবং দুই মেয়ে অন্তরা সেলিমা হুদা ও শ্রাবন্ত্রী আমিনা হুদার বিরুদ্ধে দুটি মামলা করে।

একটি মামলার এজাহারে বলা হয়, সিগমা হুদা ও অন্তরা সেলিম হুদা জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করে ৩ লাখ ৮০ হাজার পাউন্ড স্টার্লিংয়ের সমপরিমাণ ৪ কোটি ৬ লাখ ৬০ হাজার টাকা যুক্তরাজ্যে পাচার করেছেন। ওই টাকা দিয়ে ২০০৩ সালের ২৬ জুন লন্ডনের ওয়াটার গার্ডেনসের বারউড প্যালেসে একটি ফ্ল্যাট কেনেন তারা।

আরেকটি মামলার এজাহারে বলা হয়, সিগমা হুদা ও শ্রাবন্তী আমিনা হুদার ২ লাখ ৫০ হাজার পাউন্ড স্টার্লিংয়ের সমপরিমাণ ২ কোটি ৬৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা যুক্তরাজ্যে পাচার করেছেন। ওই টাকা দিয়ে ২০০৬ সালের ১২ ডিসেম্বর হেলনি কোর্টের ডেনহাম রোডে একটি ফ্ল্যাট কেনেন তারা। অর্থাৎ বিদেশে অর্থ পাচার করে দুটি ফ্ল্যাট কেনার অভিযোগে মামলা করে কমিশন।

সুত্র-যুগান্তর

মেপ্র/আরজেএম

এক নেতার এক নীতির কারণে দেশে উন্নয়নের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে: নাসিম

আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও খাদ্য মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন, বঙ্গবন্ধু

কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরাজ করছে বলেই দেশ জঙ্গিমুক্ত হয়েছে, আলোকিত বাংলাদেশ গড়ে উঠেছে। রাস্তা-ঘাট, অবকাঠামোসহ সামগ্রিক উন্নয়ন হয়েছে।

এক নেতার এক নীতির কারণে দেশের উন্নয়নের যে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে তা অব্যাহত রাখার জন্য তিনি জনপ্রতিনিধিসহ সরকারের কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান।

সোমবার দুপুরে কাজিপুরে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় মোহাম্মদ নাসিম এ সব কথা বলেন।

কাজিপুর উপজেলা পরিষদ হলরুমে তার নির্বাচনী এলাকার সমস্যা ও উন্নয়ন বিষয়ে অনুষ্ঠিত এ মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জাহিদ হাসান সিদ্দিকী।

অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত সিভিল সার্জন ডা. মো. জাহিদুল ইসলাম, গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এবিএম হুমায়ুন কবীর, সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী আশরাফুল আলম, পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপ-পরিচালক তারিকুল ইসলাম, পানি উন্নয়ন বিভাগের উপ-প্রকৌশলী একেএম রফিকুল ইসলাম, কাজিপুর পৌর মেয়র হাজী নিজাম উদ্দিনসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের জনপ্রতিনিধিগণ। তারা নিজ নিজ দফতরের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন।

সভার শুরুতেই মোহাম্মদ নাসিম সূচনা বক্তব্যে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালন করার সুযোগ পেয়ে জাতি গর্বিত। মুজিব জন্মশতবাষির্কী অনেকের জীবনে আর কোনো দিন আসেনি, আর আসবেও না। মুজিব জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা শুরু হয়েছে। গোটা জাতি ১৭ মার্চ থেকে নানা আয়োজনের মধ্যে জন্মশতবার্ষিকীর কর্মসূচি পালনের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

তিনি বলেন, গণতন্ত্রের অভিযাত্রায় অনেক চড়াই উৎড়াই পেরিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একটি সরকার ১২ বছর দেশ পরিচালনা করে দেশকে উন্নয়নের রোল মডেলে দাঁড় করিয়েছে। এর অংশীদার সরকারি কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিরাও। দেশের উন্নয়নের যে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে তা অব্যাহত রাখার জন্য তিনি জনপ্রতিনিধিসহ সরকারের কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান

সুত্র-যুগান্তর

মেপ্র/আরজেএম

বন্ধুকে দিয়ে ধর্ষণ করিয়ে স্ত্রীর গায়ে আগুন

বগুড়ার শাজাহানপুরে এক গৃহবধূর ওপর পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছে স্বামী রফিকুল ইসলাম। তাকে মারধর, ব্লেড দিয়ে আঁচড় ও গায়ে এসিড ঢেলে মাথার চুল কেটে দেয়া হয়েছে। এর আগে রফিকুল তার এক বন্ধুকে দিয়ে ওই নারীকে ধর্ষণ করিয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

গতকাল শনিবার দুপুরে উপজেলার চকলোকমান খন্দকারপাড়ার ভাড়া বাসায় এ ঘটনা ঘটে। পরে স্থানীয়রা ওই নারীকে উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ

জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে ভর্তি করেন। শাজাহানপুর থানার ওসি আজিম উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়রা জানান, অভিযুক্ত রফিকুল হানিফ পরিবহনের হেলপার। সে গাবতলী উপজেলার মালিয়ানডাঙ্গা গ্রামের তজমল হোসেনের ছেলে। প্রায় ১০ বছর আগে ওই নারীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়। তাদের আট বছরের এক মেয়ে রয়েছে।

বগুড়া শজিমেক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ভুক্তভোগী নারী জানান, স্বামী রফিকুলের নারী আসক্তির কারণে তাদের দাম্পত্য কলহ শুরু হয়। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে তিন বছর আগে স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করেন তিনি। এর এক বছর পর রফিকুল তাকে তালাক দেয়। এরপর সে দুটি বিয়ে করলেও সেগুলো টিকেনি। পরে সে ভুল স্বীকার করে তাকে আবার বিয়ে করে।

তিনি আরও জানান, এরপরও রফিকুলের নারী আসক্তি কমেনি। এ নিয়ে প্রায়ই তাদের ঝগড়া হতো। শনিবার বেলা ১২টার দিকে রফিকুল তার এক বন্ধুকে নিয়ে বাসায় আসে। স্বামীর সহযোগিতায় ওই বন্ধু তার হাত বেঁধে ও মুখ চেপে ধরে ধর্ষণ করে। এরপর স্বামী রফিকুল তাকে মারধরের পর ব্লেড দিয়ে হাত ও বুকে আঁচড় দেয়। তার কোমর ও দুই হাতে এসিড ঢেলে দেয়। মাথার ডান পাশের চুল কেটে দিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়।

বগুড়া শজিমেক হাসপাতালের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ডা. আবদুল ওয়াদুদ জানান, স্বামীর নির্যাতনের শিকার ওই গৃহবধূর মাথার ডান পাশে চুল কাটা, শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম ও ফোসকা রয়েছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া এ ফোসকা এসিডের না গরম পানির, তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। তাকে ভর্তির পর প্রথমে ক্যাজুয়ালটি বিভাগে রাখা হয়েছিল। পরে ওসিসি হয়ে গাইনি বিভাগের ওয়ার্ডে স্থানান্তর করা হয়েছে।

শাজাহানপুর থানার ওসি আজিম উদ্দিন জানান, বিকাল পর্যন্ত এ ব্যাপারে কেউ মামলা করেনি। এরপরও স্বামী রফিকুল ইসলামকে গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

সুত্র-যুগান্তর

মেপ্র/আরজেএম

নির্বাচন ব্যবস্থা ধ্বংস করায় মানুষ ভোটবিমুখ : মঈন খান

সরকার নির্বাচন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে বলেই জনগণ ভোটবিমুখ হয়ে গেছেন- এমন দাবি করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. মঈন খান। তিনি বলেন, বাঙালিরা হল পৃথিবীর সব থেকে রাজনৈতিক সচেতন জাতি।

সর্বত্র তাদের রাজনৈতিক আলাপ। স্টলে বসে মানুষ চা খাওয়া বাদ দিয়ে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেন। অথচ তারাই আজ ভোটবিমুখ।

শনিবার বিকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে তৈমূর আলম খন্দকার রচিত ‘জাতীয় নির্বাচন-২০১৮ পোস্টমর্টেম’ গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

সভাপতির বক্তব্যে ড. মঈন আরও বলেন, বর্তমানে নির্বাচন ব্যবস্থা একটি মৃতদেহে পরিণত হয়েছে। ২০১৮ সাল থেকে ভোটার উপস্থিতি কমছে। সঠিক সময়ে সঠিক একটি বই প্রকাশে তৈমূর আলমকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) সভাপতি আ স ম আবদুর রব বলেন, বাঙালিরা যেই পরিমাণ ভোট দেন, সে পরিমাণ ভোট দেয়ার নজির পৃথিবীর কোথাও নেই।

ব্রিটিশবিরোধী নির্বাচন, পাকিস্তানের সময়ের নির্বাচনে এর প্রমাণ। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেন, হাইকোর্টের বিচারপতিরা কোর্টের মতোই অন্ধ-বধির।

খালেদা জিয়ার জামিনের জন্য যে ডাক্তারি প্রতিবেদন বিএনপি জমা দিয়েছিল তা খুলেও দেখেনি। তিনি আরও বলেন, এ বইটা আমাদের সবাইকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে।

নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, আমি বলি-২০১৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ধ্বংস হয়ে গেছে। একটা ঘটনার পরে আপনি বাসে, লঞ্চে, ট্রেনে যান, একটা মানুষ পাবেন না, যারা এ সরকারের প্রশংসা করেছে।

ড. মঈন খানের সভাপতিত্বে সভায় আরও বক্তব্য রাখেন- বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, অধ্যাপক নুরুল আমীন বেপারী প্রমুখ।

সুত্র-যুগান্তর

মেপ্র/আরজেএম

অনলাইন পোর্টালের কার্ডধারীরা সাংবাদিক নয় : তথ্যমন্ত্রী

তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ বলেছেন, দেশের গণমাধ্যম চ‚ড়ান্ত স্বাধীনতা ভোগ করছে। তবে এটি যাতে অপরের স্বাধীনতা খর্ব না করে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক থাকতে হবে। অনলাইন পোর্টালের কার্ড নিয়ে যারা সাংবাদিক পরিচয় দেয়, তারা আসলে সাংবাদিক নয়। সব মিলিয়ে গণমাধ্যমে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সরকার পদক্ষেপ নিচ্ছে।

গতকাল বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। প্রেস কাউন্সিল দিবস উপলক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, গত দশ বছরে দেশে গণমাধ্যম দ্রুত বিকশিত হয়েছে। এখন মিডিয়া বলতে শুধু খবরের কাগজকে বোঝায় না। এখন এতে খবরের কাগজ, টেলিভিশন, রেডিও এবং অনলাইন নিউজ পোর্টাল অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সংবাদপত্রের চিত্র গত দশ বছরে বদলে গেছে।

হাছান মাহমুদ বলেন, দেশে মিডিয়ার ব্যাপক বিকাশের কারণে এতে আরো অনেক নতুন চ্যালেঞ্জ যুক্ত হয়েছে। তিনি মনে করেন, যে কোনো মিডিয়ায় যে কোনো ধরনের ভুয়া নিউজ প্রচার হলে তা অনেক ক্ষেত্রেই সমাজের পাশাপাশি রাষ্ট্রের জন্যও ক্ষতিকর হয়ে ওঠে।

মন্ত্রী বলেন, অনেকে সামাজিক মাধ্যমকে গণমাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করেন। তবে, এটি একটি অসম্পাদিত প্লাটফর্ম, গণমাধ্যম নয়। তিনি বলেন, অনলাইন পোর্টালের কার্ড নিয়ে যারা নিজেদেরকে সাংবাদিক হিসেবে পরিচয় দেয়, তারা আসলে সাংবাদিক নয়।

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহমুদ মিডিয়ায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে এবং দেশে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি কর্ম পরিকল্পনা তৈরির জন্য বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের প্রতি আহবান জানান।

প্রেস কাউন্সিল সম্পর্কে তথ্যমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট ১৯৭৪ পাস করেছেন এবং পরে দেশের মিডিয়ার বিকাশের জন্য বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল গঠন করা হয়। দেশকে এগিয়ে নিতে বঙ্গবন্ধু তার শাসনকালে প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট ১৯৭৪-এর মতো অনেক আইন পাস করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, আমাদের মূল লক্ষ্য বহুত্ববাদী ও সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. মমতাজ উদ্দিন আহমেদ। এতে বক্তব্য দেন তথ্যসচিব কামরুন নাহার এবং দৈনিক অবজারভার সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী।

সূত্র: ইনকিলাব

নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঘিরে রেখেছে পুলিশ

খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে বিএনপির পূর্বঘোষিত বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনের উদ্দেশ্যে নয়াপল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অবস্থান নিয়েছেন দলীয় নেতাকর্মীরা।

শনিবার সকাল পৌনে ১০টার দিকে নেতাকর্মীদের একাংশ কার্যালয়ের সামনের সড়কে অবস্থান নিলে পুলিশ তাদের সরিয়ে দেয় ও কার্যালয়কে ঘিরে রাখে।

অন্য দিনের চেয়ে নয়াপল্টন কার্যালয়ের সামনে পুলিশের আধ্যিক্য বেশি বলে জানিয়েছেন বিএনপির সহ-দফতর সম্পাদক তাইফুল ইসলাম টিপু। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, সকালে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সভাপতি হাবিব উন নবী খান সোহেলের নেতৃত্বে নেতাকর্মীরা দলীয় কার্যালয়ের সামনের সড়কে অবস্থান নেয়। তবে পুলিশি বাধায় তারা কার্যালয়ের ভেতরে চলে বাধ্য হন।

এরপর বিএনপি কার্যালয়ের প্রধান ফটকে দাঁড়িয়ে নেতাকর্মীরা খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন। আজ দুপুর ২টায় বিএনপির এ বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু হওয়ার কথা থাকলেও এ ধরনের কোনে কার্যক্রম রয়েছে বলে জানা নেই পুলিশের।

এ বিষয়ে নয়া পল্টনে দায়িত্বরত এক পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, আজ বিএনপির কোনো প্রকার বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচি রয়েছে বলে আমাদের জানানো হয়নি। সকালে সড়কে অবস্থান করে যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটালে তাদের উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

এদিকে শনিবার সকাল থেকেই বিএনপির নয়াপল্টন কার্যালয়ে হাবিব-উন-নবী খান সোহেল ছাড়াও স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি শফিউল বারী বাবু, ঢাকা মহানগর বিএনপি নেতা এস এম জিলানী, ছাত্রদল নেতা আবদুস সাত্তার পাটোয়ারীকে দেখা গেছে। তাদের সঙ্গে অনেক দলীয় কর্মীরাও রয়েছেন।

পূর্ব-ঘোষিত বিক্ষোভ কর্মসূচির বিষয়ে বিএনপির প্রচার সম্পাদক শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানী বলেন, আমরা বিক্ষোভ মিছিল করার জন্য ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনারকে জানিয়েছিলাম। আমাদেরকে বলা হয়েছিল, শনিবার ১০টার দিকে জানাবে। কিন্তু এখনো জানায়নি তারা।

উল্লেখ্য, খালেদা জিয়ার কারাবন্দির দুই বছর পূর্তিতে তার মুক্তি দাবিতে গত ১২ ফেব্রুয়ারি বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ করে বিএনপি।

ওই সমাবেশ থেকে নতুন করে শনিবার দেশব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেয়া হয়। ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজধানীতে কেন্দ্রীয়ভাবে এ বিক্ষোভ পালন করা হবে।

আজ বিকাল ৩টায় মিছিল শুরু হয়ে জাতীয় প্রেসক্লাবে গিয়ে শেষ হবে বলে সেদিন এক সংবাদ সম্মেলনে জানান বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

সুত্র-যুগান্তর

মেপ্র/আরজেএম

ঢাবি সিনেট: শোভন ‘আউট’, সাদ্দাম ইন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) সিনেটের সদস্য মনোনীত হলেন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ও ডাকসুর সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) সাদ্দাম হোসেন।

বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩-এর আর্টিক্যাল ২০(১) (এম) অনুয়ায়ী তাকে সিনেট সদস্য পদে এই মনোনয়ন দেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দফতরের পরিচালক মাহমুদ আলম স্বাক্ষরিত

গণমাধ্যমে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এর আগে এ পদে ছিলেন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি রেজওয়ানুল হক চৌধুরী শোভন। গত বছরের ১৬ সেপ্টেম্বর দুর্নীতি ও বাণিজ্যের অভিযোগে ছাত্রলীগের পদ থেকে অপসারণের পর তিনি সিনেট সদস্যের পদ থেকেও পদত্যাগ করেছিলেন। তাই ওই পদটি শূন্য থাকায় উপাচার্য সাদ্দাম হোসেনকে মনোনীত করেন।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, ডাকসুতে সিনেট সদস্য পদ একটি শূন্য ছিল। ডাকসুর ভিপি-জিএস ও সদস্যদের সুপারিশ অনুযায়ী এজিএস সাদ্দাম হোসেনকে সিনেট সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে।

সুত্র-যুগান্তর

আরো পড়ুন-গান গেয়ে নিজে কাঁদলেন, দর্শকদেরও কাঁদালেন এন্ড্রু কিশোর

ট্রাইব্যুনাল থেকে ব্যারিস্টার সুমনের পদত্যাগ

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন। বৃহস্পতিবার সকালে চিফ প্রসিকিউটর বরাবর পদত্যাগপত্র জমা দেন তিনি। পরে গণমাধ্যমকে তিনি নিজেই বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

পদত্যাগপত্রে ব্যারিস্টার সুমন লিখেছেন, ‘২০১২ সালের ১৩ নভেম্বর আমি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর হিসেবে যোগদান করি। যোগদানের পর থেকে বিভিন্ন মামলা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পরিচালনা করেছি।

ইদানিং বিভিন্ন সামাজিক স্বেচ্ছামূলক কাজে নিবিড়ভাবে জড়িত হয়ে যাওয়ার কারণে আন্তজার্তিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মতো রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে সময় দিতে পারছি না।

এমতবস্থায় সরকারি কোষাগার থেকে বেতন নেওয়াকে আমি অনৈতিক বলে মনে করি। এ কারণে আমি অব্যাহতি প্রার্থনা করছি।’

তার আবেদনটি রিসিভ করেন চিফ প্রসিকিউটর কার্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মো. মাসুদ রানা। উল্লেখ্য, ব্যারিস্টার সুমন আইন পেশার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের জন্যও বেশ জনপ্রিয়। তিনি জনসচেতনতামূলক ভিডিও ও ফেসবুক লাইভ করে আলোচনায় আসেন।

সুত্র- বাংলাদেশ প্রতিদিন

আরো পড়ুন-বামন্দী বাজারের গিয়াস স্টিল কারখানা এখন ইভটিজারের আস্তানা

গোলাপে আর ভালোবাসা নেই

গোলাপ চাষের জন্য নাম আছে চট্টগ্রামের হাটহাজারীর। প্রতিবছর বিশ্ব ভালোবাসা দিবসকে সামনে রেখে ব্যস্ততা বাড়ে এই এলাকার গোলাপচাষি ও ব্যবসায়ীদের। চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জোগান দেওয়া মুশকিল হয়ে ওঠে চাষিদের পক্ষে। তবে এ বছর চিত্রটা উল্টো। গত বছরের অর্ধেক গোলাপেরও বিক্রির আদেশ পাননি চাষিরা। সারা বছর যে ভালোবাসা দিবসের অপেক্ষায় থাকেন তাঁরা, এবার সেই দিনটিও তাঁদের নিরাশ করেছে। চাষিরা বলছেন, প্রায় আসলের মতো দেখতে কৃত্রিম গোলাপে বাজার ছেয়ে গেছে। এ কারণে আসল গোলাপের বিক্রি কমে গেছে।

হাটহাজারীর ফুল ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, প্রধানত চট্টগ্রাম শহরের ফুলের চাহিদাকে কেন্দ্র করে ১৯৮২ সাল থেকে উপজেলায় গোলাপের ব্যবসা শুরু হয়। চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গোলাপের চাষ ও চাষির সংখ্যাও বেড়েছে। এখন উপজেলার প্রায় এক শ একর জমিতে গোলাপ চাষ হচ্ছে। গোলাপ চাষে জড়িত আছেন ৪০ জন চাষি।

হাটহাজারী পৌরসভার আলমপুর গ্রামের গোলাপচাষি মোহাম্মদ আবছার বলেন, ‘গত বছর এই সময় ভালোবাসা দিবসকে সামনে রেখে আমি একাই ৬০

হাজার গোলাপের বিক্রি আদেশ (অর্ডার) পেয়েছি। কিন্তু এবার তার অর্ধেকও পাইনি। ছয়-সাত টাকার গোলাপ এবার বিক্রি করছেন পাঁচ টাকা দামে।’

মোহাম্মদ আবছার আরও বলেন, তাঁর বাগানে ৫০ হাজার গোলাপ গাছ আছে। মৌসুমে দৈনিক ১৬ থেকে ১৮ হাজার ফুল পাওয়া যায়। গত চার বছর প্লাস্টিক ও কৃত্রিম ফুল বাজার দখল করে নিচ্ছে। এতে গোলাপের চাহিদা দিন দিন কমছে।

গতকাল বুধবার সকাল আটটার দিকে পৌরসভার আলমপুর গ্রামে গিয়ে দেখা গেছে, ফুলচাষিরা কেউ ফুল সংগ্রহে ব্যস্ত, কেউ বাগান পরিচর্যার কাজ করছেন। এ সময় চাষি মোহাম্মদ রাশেদ বলেন, খালে পানি না থাকায় বাগানে সেচ দিতে পারেননি। সে কারণে বাগানে পোকা ধরেছে। পাশাপাশি কমে গেছে গোলাপের বিক্রি।

হাটহাজারী উপজেলা ফুল ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ আবুল খায়ের গতকাল প্রথম আলোকে বলেন, উপজেলায় ৪০ জন ব্যক্তি বাণিজ্যিকভাবে গোলাপ ফুল চাষের সঙ্গে জড়িত। গোলাপের অনেক জাত থাকলেও তাজমহল, প্যারাডাইসসহ বেশ কয়েকটি জাতের চাষ হয়। গত চার বছর এই ব্যবসার মন্দা চলছে।

হাটহাজারী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শেখ আব্দুল্লাহ ওয়াহেদ গতকাল বলেন, উপজেলায় এক শ একর জমিতে গোলাপ চাষ হচ্ছে। এখানে বাণিজ্যিকভাবে গোলাপ চাষ শুরু হয় ১৯৮২ সাল থেকে। সবচেয়ে বেশি গোলাপ চাষ হয় পৌরসভার আলমপুর গ্রামে।

তিনি আরও বলেন, বছরে এই উপজেলায় গোলাপ ফুল বিক্রি হয় ১০ থেকে ১২ কোটি টাকা। খুচরা বাজারে এর দাম কয়েকগুণ। প্লাস্টিক ও কাপড়ের ফুল বের হওয়ায় গোলাপচাষিরা সমস্যায় পড়েছেন।

সুত্র-প্রথম আলো

আরো পড়ুন-করোনাভাইরাসের রুদ্রমূর্তি: ২৪ ঘণ্টায় প্রাণ গেল ২৪২ জনের

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[